কুষ্টিয়ায় ট্রলির ধাক্কায় শিশু নিহত

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে ইটবোঝাই একটি শ্যালো ইঞ্জিন চালিত ট্রলির ধাক্কায় শাকিব হোসেন (১২) নামের এক শিশু নিহত হয়েছে।

সোমবার দুপুরের দিকে কুষ্টিয়া-প্রাগপুর মহাসড়কের মথুরাপুর ইউনিয়নের কৈপাল হিসনাপাড়া মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত শাকিব দৌলতপুর উপজেলার শালিমপুর গ্রামের আকবর মণ্ডলের ছেলে ও তারাগুনিয়া মডেল প্রাইমারি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বাবাকে খাবার দিয়ে শাকিব সাইকেল চালিয়ে তারাগুনিয়া বাজারের দিকে যাচ্ছিল। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ইটভর্তি ট্রলি তাকে ধাক্কা দেয়। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুল হুদা জানান, দুর্ঘটনার পর ট্রলিচালক পালিয়ে গেলেও তাঁর এক সহযোগীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নেওয়া হয়েছে। ট্রলিটিকে জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

দর্শনায় সড়ক দুর্ঘটনায় যুবদল নেতা নিহত

দামুড়হুদা কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন যুবদল নেতা রাশেদুজ্জামান হিরো (৩৫) মোটরসাইকেল দূর্ঘটনায় আহত অবস্থায় আজ বুধবার (১২ ফেব্রুয়ারী) সকাল ৮ টার সময় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

গত সোমবার রাত ৯ টার দিকে দর্শনা-মজিবনগর সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পরিবারসূত্রে জানা যায়, দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের কুড়ুলগাছি আনন্দবাজার পাড়ার আসাদুল হকের ছেলে।

তিনি গত সোমবার রাত ৯ টার দিকে দর্শনা থেকে কুড়ুলগাছি নিজ বাড়িতে আসার পথে চন্ডিপুর গ্রামের স্কুলের নিকট মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিদ্যুতের পোলের সাথে ধাক্কা মারে। এসময় তিনি পিচ রাস্তার ওপর ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন।

এসময় স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে তাকে গ্রামের ডাক্তারের নিকট প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে বাড়ি নিয়ে যায়। পরের দিন সকালে শরীরের অবস্থার অবনতি হলে পরিবারের লোকজন তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ বুধবার সকালে তিনি মারা যান।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো: শহীদ তিতুমীর ঘটনা সম্পর্কে বলেন, রাজশাহী থানা আমার কাছে জানতে চেয়েছিল তিনি সড়ক দূর্ঘটনায় আহত হয়েছিলেন কিনা। আমি জানিয়ে দিয়েছি।

দামুড়হুদায় অজ্ঞাত গাড়ির সাথে ধাক্কা লেগে দুই যুবক নিহত

দামুড়হুদা পুরাতন বাস্তপুর অজ্ঞাত গাড়িতে ধাক্কা লেগে দুজন নিহত হয়েছে। নিহত নাহিদ (১৯) পুরাতন বাস্তপুর গ্রামের আমিনুল ইসলামের ছেলে ও সুইট (২৫) একই গ্রামের সেলিম উদ্দিনের ছেলে।

রাত এগারোটার দিকে পুরাতন বাস্তবপুর মাদ্রাসার আদরের কামারের দোকানের সামনে অজ্ঞাত অজ্ঞাত গাড়ির সাথে ধাক্কা লেগে দুই মোটরসাইকেল আহারি নিহত হয়েছে।

জানা যায়, দামুড়হুদা উপজেলার পুরাতন বাস্তবপুর গ্রামের আমিনুল ইসলামের ছেলে নাহিদ ও সেলিম উদ্দিনের ছেলে সুইট মোটরসাইকেল যোগে রঘুনাথপুর থেকে বাস্তপুরের দিকে যাওয়ার সময় কামারের

দোকানের সামনে পৌঁছালে অপর দিক থেকে আসা অজ্ঞাত গাড়ির সাথে ধাক্কা লেগে দুইজন ঘটনাস্থলে নিহত হয়। স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশকে খবর দেয়।

পরে খবর পেয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবির ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত-১ এবং আহত-১

মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের আমঝুপিতে ফার্ণিসার্স বোঝাই ট্রাকের ধাক্কায় সিঙ্গাপুর প্রবাস ফেরৎ লাল্টি হোসেন (৩২) নিহত ও তার অপর বন্ধু সৌদি প্রবাস ফেরৎ মিনারুল ইসলাম গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত নয়টার দিকে মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের সদর উপজেলার আমঝুপি বিএডিসি তৈল বীজ খামারের নিকট এই দঁর্ঘটনা ঘটে।

নিহত লাল্টু হেসেন গাংনী উপজেলার কচুইখালি জুগিন্দা গ্রামের আহমেদ আলীর ছেলে। আহত মিনারুল ইসলাম একই গ্রামের জামাল শাহ’র ছেলে। আহত মিনারুল ইসলামকে উদ্ধার করে প্রথমে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেয়ার পর তার অবস্থার অবনতি হলে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে। তার অবস্থাও আশংকাজনক বলে তার পরিবার জানিয়েছেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দিন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে রাখা হয়েছে। স্থানীয় এক প্রত্যক্ষদর্শি জানান, মোটরসাইকেল যোগে হতাহতরা বারাদি থেকে মেহেরপুরের দিকে যাচ্ছিলেন। আমঝুপি বিএডিসি তৈল বীজের প্রথম ফটকের কাছে পৌছানো মাত্রই বিপরীত দিক থেকে আসা ফার্নিসার্স বোঝাই একটি ট্রাক মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই মোটরসাইকেল চালক লাল্টু হোসেন মারা যান। এঘটনার পরপরই ঘাতক ট্রাকটি পালিয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শিরা জানান, নিহতের

মোটরসাইকেলটি দুমড়ে মুচড়ে গেছে।

রাস্তার উপর নিহতের মাথার খুলি ও মগজ পড়ে আছে। দুটি গাড়ি দ্রুত গতিতে চলছিলো বলে জানান তারা। খবর পেয়ে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌছে নিহত লার্টু হোসেন ও আহত মিয়ারুল ইসলামকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেন। ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক মেম্বর আব্দুস সামাদ জানান, লার্টু হোসেন সিঙ্গাপুর এবং মিনারুল ইসলাম সৌদি আরবে ছিলেন। তারা দুজনেই সম্প্রতি দেশে এসেছিন।

অল্পদিনের মধ্যেই তারা দুজনেই বিদেশ যাওয়ার কথা রয়েছে। এর মধ্যে এই দুর্ঘটনাটি এলাকার মানুষের মাঝে শোক নিয়ে এসেছে। তিনি আরও জানান, নিহত লিটন হোসেনের বড়ভাই আব্বাছ আলী (৩৫) গত তিন মাস আগে মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের রাজনগর নামক স্থানে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন।

মাত্র তিন মাসের ব্যবধানে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় একই সড়কে নিহত হলেন আপন দুই ভাই।

ঝিনাইদহের মহেশপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১

ঝিনাইদহের মহেশপুরে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রন হারিয়ে গাছের সাথে ধাক্কা লেগে নাঈম হোসেন (৩৫) নামের এক মোটরসাইকেল চালক নিহত হয়েছে। সেসাথে আহত হয়েছে আরোহী সালিম হোসেন।

বুধবার সকালে মহেশপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নাঈম মহেশপুর উপজেলার ভালাইপুর গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে ও আহত সালিম একই গ্রামের শফিকুল ইসলামের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, বুধবার সকালে ভালাইপুর গ্রাম থেকে মোটরসাইকেল যোগে নাঈম হোসেন চাচাতো ভাই সালিমকে সাথে নিয়ে মহেশপুরে

যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে মহেশপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এলাকায় পৌঁছালে একটি মোটরসাইকেলকে ওভারটেক করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রন হারিয়ে রাস্তার পাশের গাছের সাথে ধাক্কা লাগে। এতে নাঈম হোসেন ও সালিম গুরুতর আহত হয়। স্থানীয়রা সেখান থেকে তাদের উদ্ধার করে মহেশপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক নাঈম হোসেনকে মৃত ঘোষণা করে।

মহেশপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক ফারজানা নাজনীন শাম্মি বলেন, গুরুতর আহত অবস্থায় দুইজনকে হাসপাতালে আনা হয়েছিলো। এদের মধ্যে নাঈম হাসপাতালে আসার কিছুক্ষণের মধ্যেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়। মাথায় গুরুতর আঘাত পাওয়ার কারণে অতিরিক্ত রক্তক্ষরনে তার মৃত্যু হয়েছে বলে ধারনা করা হচ্ছে। আর আহত সালিমের শারিরীক অবস্থা গুরুতর হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে যশোর জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফয়েজ উদ্দিন জানান, দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়েছি। সেখান থেকে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছি।

কুষ্টিয়ায় ডাম্পার ট্রাকের চাপায় শ্রমিক নিহত, আহত ৩

কুষ্টিয়ায় বেপরোয়া গতির একটি ড্রাম্প ট্রাকের চাপায় রাজু আহাম্মেদ (২০) নামের এক নলকূপ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও তিনজন। তাদেরকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

শনিবার (১১ জানুয়ারি) সকাল ৯টার দিকে কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী আঞ্চলিক মহাসড়কের কুমারখালীর সৈয়দ মাস-উদ রুমী সেতু এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

নিহত রাজু কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার কয়া ইউনিয়নের কামারতলা

গ্রামের আয়ুব আলীর ছেলে। রাজু লেখাপড়ার পাশাপাশি নলকূপ শ্রমিকের কাজ করতো। এই ঘটনায় আহত শ্রমিক মিরাজুল, আসলাম এবং বিল্লাল একই এলাকার বাসিন্দা।

ঘটনার পর উত্তেজিত জনতা ট্রাক ড্রাইভার সন্দেহ এক ব্যক্তিকে ধরে গণপিটুনি দেয়। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

স্থানীয় এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে কুষ্টিয়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সৈয়দ আল মামুন বলেন, একটি ভ্যানযোগে চারজন নলকূপ শ্রমিক কুমারখালীর কয়া থেকে কাজের জন্য কুষ্টিয়ার উদ্দেশে যাচ্ছিলেন। ভ্যানটি সৈয়দ মাসুদ রুমি সেতুর মুখে এসে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা দ্রুতগামী একটি বালুবাহী ড্রাম্প ট্রাক ভ্যানটিকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই রাজুর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় আহত তিনজনকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

নিহত রাজুর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য জেনারেল হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। ঘটনার পরই ট্রাক চালক পালিয়ে গেলেও ঘাতক ট্রাকটিকে আটক করেছে পুলিশ।

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই কলেজ ছাত্র নিহত

মেহেরপুরের গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই কলেজ ছাত্র নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন, গাংনী উপজেলার পীরতলা গ্রামের সৌদি প্রবাসী আলেক হোসেনের ছেলে সিয়াম হোসেন (১৮) ও একই গ্রামের আরেক সৌদি প্রবাসী সোহরাব হোসেন ওরফে সেন্টুর ছেলে আব্দুল্লাহেল বাকী (১৮)। নিহতরা দুজনেই কুষ্টিয়া ইসলামিয়া কলেজের একাদশ শ্রেনীর ছাত্র।

বুধবার (৮ জানুয়ারী) বেলা সাড়ে তিনটার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলার আকুবপির গ্রামের জোয়াদ্দার ইটভাটার নিকট এই দুর্ঘটনা ঘটে। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

(ওসি) বানারুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে ওসি বানী ইসরাইল বলেন, মোটরসাইকেল যোগে নিহতরা কুষ্টিয়া যাচ্ছিলেন। এসময় কুষ্টিয়া থেকে ছেড়ে আসা রফরফ পরিবহন (যার নং কক্সবাজার জ-০৪-০০২১) নামের যাত্রীবাহি একটি লোকাল বাসের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যায় সিয়াম হোসেন। এছাড়া গুরুতর আহত হয় অপর সঙ্গী আব্দুল্লাহ হেল বাকী। তাকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃতু ঘোষণা করেন।

এদিকে স্থানীয়রা ঘাতক বাসটিকে আটক করে থানা পুলিশে সোপর্দ করেছেন। ওসি বানী ইসরাইল জানান, নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। এছাড়া বাসটিকে থানায় নেয়াা হবে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের কর্মচারী সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত

মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের স্থানীয় সরকার শাখার গোপনীয় শাখার সহকারী এ এস এম আসাদুল ইসলাম জিকো (৪০) সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।

আসাদুল ইসলাম জিকো মেহেরপুর সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া গ্রামের প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল ওয়াদুদ হোসেনের ছেলে। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। গত শনিবার সন্ধ্যায় মুজিবনগর থেকে মোটরসাইকেলে সহকর্মীর সঙ্গে মেহেরপুর ফেরার পথে কেদারগঞ্জ মোড়ে একটি পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়।

দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে তিনি রাস্তায় ছিটকে পড়েন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। পরে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল হয়ে ঢাকার এভারকেয়ার

হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দুই দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর রবিবার রাত সাড়ে ১২টায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। দুর্ঘটনার পরপরই মুজিবনগর থানা পুলিশ ঘাতক পিকআপ ভ্যান ও এর চালককে আটক করে। এ ঘটনায় মুজিবনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। সোমবার বাদ জোহর গাঁড়াডোব কেন্দ্রীয় কবরস্থানে তার নামাজে জানাজা শেষে দাফন সম্পন্ন হবে।

গাঁড়াডোব ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা আখেরুজ্জামান জানান, বাবা-মা মারা যাওয়ার পর জিকো তার শ্বশুর নজরুল ইসলামের গাঁড়াডোবের বাড়িতে বসবাস করতেন।

জিকোর মৃত্যুতে সহকর্মীরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আবেগঘন পোস্ট করছেন। তারা লিখেছেন, “চাকরিজীবনে জিকো অত্যন্ত ভালো ব্যবহারের অধিকারী ছিলেন। তিনি সবসময় হাসিমুখে সকলের সঙ্গে ভালো আচরণ করতেন। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন জিকোকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন।

ঝিনাইদহে বাসের ধাক্কায় ভ্যানচালক নিহত

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ঝিনাইদহ-মাগুরা মহাসড়কের হাটগোপালপুর বাজার নামক এলাকায় বাসের ধাক্কায় লিয়াকত আলী (৬০) নামের এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে সদর উপজেলার ঝিনাইদহ-মাগুরা মহাসড়কের হাটগোপালপুর বাজারের পাওয়ার হাউজের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ভ্যানচালক লিয়াকত আলী হরিশংকর গ্রামের মৃত শাহজাহান আলীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, আজ বৃৃহস্পতিবার সকালে কোদালিয়া গ্রাম থেকে ভ্যানযোগে দুই শিশুকে নিয়ে হাটগোপালপুর মর্নিং সান কিন্ডারগার্ডেনে যাচ্ছিল ভ্যানচালক লিয়াকত আলী। পথে ঝিনাইদহ-মাগুরা মহাসড়কের হাটগোপালপুর বাজারের পাওয়ার হাউজের সামনে পৌঁছালে মুজিবনগর থেকে ছেড়ে আসা কুয়াকাটাগামী নিউ মর্ডান একপ্রেস ঢাকা মেট্রো-ব-১৫-৯৫৫৪ নাম্বারের একটি বাস ভ্যানটিকে

ধাক্কা দেয়। বাসের ধাক্কায় ভ্যানচালক ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায়।

আরাপপুর হাইওয়ে থানার ওসি মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস বলেন, দুর্ঘটনার পর বাসটি আটক করা হয়েছে। নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লা আল-মামুন জানান, দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়েছি। বাসটি আটক করা হয়েছে। তবে বাসের ড্রাইভার, সুপারভাইজার ও হেলপার পালিয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। তবে পরিবারের পক্ষ থেকে এথনও কেউ মামলা করেনি। তবে মামলা করলে আইনগত ব্যবস্তা গ্রহণ করা হবে।

চুয়াডাঙ্গায় ট্রেনে কাটা পড়ে যুবক নিহত

চুয়াডাঙ্গায় ট্রেনে কাটা পড়ে হিরন শেখ (৩৫) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন।বৃহস্পতিবার দুপুর ২টার দিকে চুয়াডাঙ্গা শহরের রেলগেট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।নিহত হিরন শেখ চুয়াডাঙ্গা দৌলতদিয়ার দক্ষিণপাড়ার শহিদুল ইসলামের ছেলে।

চুয়াডাঙ্গা রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপ-পরিদর্শক (এসআই) জগদীশ চন্দ্র বসু এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।তিনি জানান, খুলনা থেকে ছেড়ে আসা চিলাহাটিগামী রকেট মেইল ট্রেনে দুপুরে ২টার দিকে কাটা পড়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়। প্রাথমিকভাবে তার নাম হিরন বলে জেনেছি। তিনি পেশায় অটোরিক্সা চালক ছিলেন।

স্থানীয় সুত্রে জানা যায়, নিহত হিরন কিছুদিন আগে সৌদি আরব থেকে জেল হাজত খেটে বাড়ি আসে। বাড়ি আসার পর থেকেই হিরন মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে যায়। সে অটোরিকশা চালক হিসেবে জীবনযাপন করতো বলে জানা গেছে। ঘটনাস্থল থেকে নিহতের মস্তক বিচ্ছিন্ন মরদেহ উদ্ধার